**ত্রিপুরার মূখ্যমন্ত্রী আয়োজিত**

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নাগরিক সংবর্ধনা**

ভাষণ

**শেখ হাসিনা**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আগরতলা, ত্রিপুরা, ২৯ পৌষ ১৪১৮, ১২ জানুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভারতের মান্যবর উপ-রাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি

ত্রিপুরা রাজ্যের গভর্নর ড. ডি ওয়াই পাটিল, পদশ্রী

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সরকার

ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী কপিল সিবাল

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম এবং A very good afternoon to you all.

শীতের এই মনোরম সন্ধ্যায় আমি আমার এবং বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই নাগরিক সংবর্ধনা আয়োজনের মাধ্যমে আপনারা আমাকে এবং আমার সফরসঙ্গীদের যে বিরল সম্মান দেখিয়েছেন সেজন্য আমি ত্রিপুরা তথা ভারতের জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি এখানে আসার পর থেকে ত্রিপুরার জনগণ আমাদের যে উষ্ণ ও আন্তরিক অভ্যর্থনা এবং আতিথিয়েতা দেখিয়েছেন সেজন্য আমি মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এবং ত্রিপুরাবাসীকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

ত্রিপুরা শুধু আমাদের নিকটতম প্রতিবেশি নয়, ত্রিপুরার সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম-ইতিহাস।

বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬০ এর দশকে যখন পাকিস্তান ঔপনিবেশিক শাসন থেকে শৃঙ্খলমুক্ত হওয়ার জন্য স্বাধিকার আন্দোলনের ডাক দেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে একটি দেশদ্রোহীতামূলক মামলা করা হয়। সে মামলাটির নাম ছিল আপনাদের রাজ্যের রাজধানী নামানুসারে - আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলার মানুষ সে ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে তাঁকে জেল থেকে মুক্ত করে এনেছিল।

এরপর ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের কালরাতে হানাদার বাহিনী যখন বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা শুরু করে, তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে থাকে।

প্রথম আশ্রয় মিলে আপনাদের মাটিতে। আপনারা আমাদের সেই দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়ে, খাবার দিয়ে অসহায় উদ্বাস্ত্ত মানুষের সাহায্য করেছেন।

সে সময় যে পরিমাণ উদ্বাস্ত্ত বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় এসেছিল, তা এখানকার জনসংখ্যার চেয়েও বেশি ছিল। এ বিশাল সংখ্যক মানুষের খাদ্য-বাসস্থানের ব্যবস্থা করা খুব কঠিন ছিল। আপনারা সে কঠিন কাজটি সেদিন করেছিলেন।

একদিন নয়, দু'দিন নয়, দীর্ঘ ৯-মাস ধরে আপনারা বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষকে আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের সেবা করেছেন। মানুষের সেবায় বিশ্ব ইতিহাসে আপনারা এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়েছেন সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা।

এই ত্রিপুরার মাটি থেকেই আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সর্বপ্রথম হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করেন।

এই ত্রিপুরার মাটিতে আমাদের বহু মুক্তিযোদ্ধা চিরদিনের জন্য শায়িত রয়েছেন। আমি তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।

একইসঙ্গে আমি যেসব ভারতীয় সেনাসদস্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বাংলার মানুষ আপনাদের এই আত্মত্যাগ ভুলেনি। কোনদিন ভুলবে না। আমি আজ গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে আপনাদের সেই সমর্থন এবং সহযোগিতার কথা স্মরণ করছি।

প্রিয় ত্রিপুরাবাসী,

ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি, বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরার মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনগণকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ত্রিপুরাবাসী এই বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

আমি মনে করি অতীতের মত আমাদের দু'দেশের জনগণের ভবিষ্যতও একইসূত্রে গাঁথা। এখন আমাদের উভয় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে নজর দিতে হবে। আমাদের সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগানোর জন্য দু'দেশের জনগণের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কে আরও জোরদার করতে হবে।

পারস্পরিক সহযোগিতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এক চমৎকার সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমাদের এই সুযোগকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে।

২০১০ সালে ভারত সফরকালে আমি এবং প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ দু'দেশের নিরাপত্তা, স্থল সীমানা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংস্কৃতি ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছি।

গত সেপ্টেম্বরে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় আমাদের মধ্যে সহযোগিতার বিষয়গুলো আরও সুদৃঢ় হয়েছে। ত্রিপুরার সম্মানিত মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারও সে সময় ভারতীয় ডেলিগেশনের সদস্য ছিলেন।

আমরা উভয় সরকার এখন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে মনোযোগ দিয়েছি যাতে উভয় দেশের জনগণ এর সুফল ভোগ করতে পারে।

আপনারা জানেন, ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের আশুগঞ্জ সড়ক পথে পালাটানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কার্গো পরিবহন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে। একই পথে পরীক্ষামূলকভাবে কার্গো পরিবহন করা হয়েছে।

এই পরীক্ষামূলক পরিবহনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বিদ্যমান অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য দুই দেশের কর্মকর্তাগণ এখন কাজ করছেন।

আখাউড়া-আশুগঞ্জ রেল যোগাযোগ এবং ফেনী নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণের বিষয়ে আমাদের কর্মকর্তারা একটি চূক্তির খসড়া চুড়ান্ত করার কাজ করছেন।

সাবরোম-রামগড় স্থল শুল্কবন্দর চালুর ব্যাপারেও আমরা ইতোমধ্যে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়েছি। বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সীমান্তে চারটি সীমান্ত হাট বসানোর ব্যাপারে আমরা কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছি। এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরার পাশাপাশি গোটা অঞ্চলের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সুধিবৃন্দ,

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং আমি যেসব বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষণ করেছিলাম সেগুলোর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করলাম। এর বাইরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ আমরা নিয়েছি।

ভারত সরকার বাংলাদেশের প্রায় সব ধরনের পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশের ঘোষণা দিয়েছে। এজন্য আমি ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রতিযোগিতামূলক বাজারদরে আপনারা এখন অনেক বাংলাদেশি পণ্য কিনতে পারবেন।

আমি ত্রিপুরার ব্যবসায়ী এবং শিল্পমালিকদের বাংলাদেশ সফরের আহবান জানাচ্ছি। বাংলাদেশে বিনিয়োগের চমৎকার পরিবেশ বিরাজ করছে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারি। আমাদের প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রয়োজন।

আমরা ইতেমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদ্যুৎ কেনার উদ্যোগ নিয়েছি। ত্রিপুরা থেকে আমরা বিদ্যুৎ কিনতে অথবা এখানকার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।

ব্যবসা-বাণিজ্য, ভৌত অবকাঠামো এবং যোগাযোগ ছাড়াও আমরা দুই দেশের জনগণের মধ্যে মানবিক যোগাযোগ স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছি। বাংলাদেশ এবং ভারত আমরা যৌথভাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী পালন করছি। এরফলে দুই দেশের শিল্পী, কবি, লেখক, গায়ক এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গভীর যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এই যৌথ উদযাপনের অংশ হিসেবে আগরতলাতেও কিছু কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আমি আশা করি, এসব কর্মসূচি সফল হবে। বিদ্রোহী কবি এবং আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার নব্বই বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা যৌথভাবে কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ত্রিপুরার কবি সাহিত্যিকদের আমরা এ উদযাপনে অংশগ্রণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

আমরা কয়েকদিন আগে আমাদের সরকারের তিন বছর পূর্ণ করেছি। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আমরা দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘাতকদের আমরা বিচার করেছি। এখন আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যারা মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছিল তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছি।

আমরা আশা করছি, এসব পদক্ষেপ গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে অপরাধ করে শাস্তি না পাওযার যে সংস্কৃতি চালু হয়েছিল তার অবসান ঘটাবে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করছি।

সুধিবৃন্দ,

আমি আগেই বলেছি, আমাদের দু'দেশের জনগণের ভাগ্য আমাদের পারস্পরিক বহুমুখী সম্পর্কের মধ্যে নিহিত রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও বলতে হচ্ছে, আস্থাহীনতা এবং ভুল বোঝাবুঝির কারণে বারবার এই সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, অতীতকে পিছনে ফেলে আমরা যদি একসঙ্গে কাজ করি, তাহলে অবশ্যই আমরা দুই দেশের জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে সামনে এগিয়ে যেতে পারব।

আমার সরকার এবং বাংলাদেশের জনগণ ভারতের সঙ্গে পারস্পারিক কল্যাণকর সম্পর্ক স্থাপনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমি বিশ্বাস করি, ত্রিপুরার জনগণ আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ রচনায় আমাদের এই উদ্যোগকে সমর্থন দিবে। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ। আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চিরজীবী হোক।

...